বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন: ২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

(অনুচ্ছেদসমূহ)

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

(প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ই-ইন-সি'র অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের
২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত)

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

[জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।]

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৭-২০১৮
প্রথম খণ্ড

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

[জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।]

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	মুখবন্ধ	
০২	Abbreviation	
০৩	প্রথম অধ্যায়	০১
০৪	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	০২-০৩
০৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	০৪
০৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	০৫
০৭	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	
০৮	অডিটের সুপারিশ	
০৯	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	০৬-২৬
১০	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন ই-ইন-সি'র আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৬ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ২৬/০৮/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১১/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviation

০১) এএফডি = আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন

০২) এজিই = এসিস্ট্যান্ট গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার

০৩) সিপিসি (কন্ট্রাক্টরস পার্সেন্টেজ অব কন্ট্রাক্ট) = সিডিউলে বর্ণিত কাজ বা দ্রব্যের মূল্যের ওপর ঠিকাদার কর্তৃক ঊর্দ্ধহার/নিম্নহার বুঝায়।

০৪) সিএমইএস = কমান্ডার মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস

০৫) ডিডব্লিউএন্ডসিই = ডাইরেক্টর অব ওয়ার্কস এন্ড চিফ ইঞ্জিনিয়ার

০৬) ডিজিডিপি = ডাইরেক্টর জেনারেল ডিফেন্স পার্চেজ

০৭) ডিজিএমএস = ডাইরেক্টর জেনারেল মেডিক্যাল সার্ভিসেস

০৮) ই-ইন-সি = ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ

০৯) এফআর = ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেশন্স

১০) জিই = গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার

১১) এমইএস রেগুলেশন্স = মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস রেগুলেশন্স (এটা পূর্ত কাজের বিধি পুস্তক)।

১২) পিজি = পারফরম্যান্স গ্যারান্টি

১৩) এসএফসি = সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার

১৪) স্টার রেইট = সিডিউলের বাইরে আইটেমের বাজারমূল্যে ঠিকাদারের প্রাপ্য হারসহ নির্ধারণ দর।

১৫) টিওএন্ডই = টেবিল অব অর্গানাইজেশন এন্ড ইকুইপমেন্ট

১৬) আইভি = ইস্যু ভাউচার

১৭) আরভি = রিসিভ ভাউচার

১৮) আরএআর = রানিং একাউন্ট রিসিভ

১৯) এসটিডি = স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস

২০) আরএফকিউ = রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন

২১) পিকিউ = প্রাইস কোটেশন

২২) মাসা = মেটেরিয়াল অব সাইট একাউন্টস

২৩) এমবি = মেজারমেন্ট বুক

২৪) সিএ = কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট

২৫) বিওকিউ = বিল অব কোয়ান্টিটি

২৬) ওআর'স = আদার র‍্যাংক'স

২৭) সিএলএ রুলস = ক্যান্টনমেন্ট ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রুলস

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা (অঙ্কে)	জড়িত টাকা (কথায়)	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	ওআর'স কোয়ার্টারে প্রাধিকার বহির্ভূত অ্যালুমিনিয়াম স্লাইডিং দরজা ও জানালা স্থাপন করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,০০,৭১,০৮২	(এক কোটি একাত্তর হাজার বিরাশি)	০৭
০২	অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুসারে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত রেইটে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হতে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি বিল আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২,৩৫,২৬,৪৪২	(দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশত বিয়াল্লিশ)	০৮
০৩	নির্মাণ কাজে খোয়া মিশ্রিত বালু-ভরাট, ভিটিস্যান্ড/ হিলস্যান্ড ফিলিং কাজের মাপ এমবিতে বেশি প্রদর্শনপূর্বক ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ ।	৫৩,০১,৪৬১	(তিপ্পান্ন লক্ষ এক হাজার চারশত একষট্টি)	০৯
০৪	কাজ সম্পন্ন না করেই ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৮,৩৫,৫৮,৪৩৬	(আট কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার চারশত ছত্রিশ)	১০-১১
০৫	ই-ইন-সি'র পলিসি বহির্ভূত বাথরুম/টয়লেটে সলিড প্লাস্টিক ডোর স্থাপনের স্থলে কাঠের ডোর স্থাপন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫৯,৪৩,৯৪৮	(উনষাট লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার নয়শত আটচল্লিশ)	১২
০৬	নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদনকালে বিভাগীয়ভাবে ক্রয়কৃত সিমেন্ট স্টক বুক রেইট হতে কম মূল্যে সরবরাহের শর্তযুক্ত চুক্তি করে ঠিকাদারকে সরবরাহ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৮৫,৬৩,৭৫১	(পঁচাশি লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশত একান্ন)	১৩
০৭	নকশায় প্রদর্শিত মাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত এবং প্রাপ্যের অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৪২,১৩,৮৯৮	(বিয়াল্লিশ লক্ষ তেরো হাজার আটশত আটানব্বই)	১৪
০৮	আরসিসি কাজের মাপ নকশার অতিরিক্ত এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৯,৩০,৬৬৪	(নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শত চৌষট্টি)	১৫
০৯	নির্মাণ কাজে বিভিন্ন ডায়া রডের দৈর্ঘ্য বেশি ধরে নকশার অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি।	৪২,৮১,১৬৬	(বিয়াল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার একশত ছেষট্টি)	১৬
১০	ফ্লোরে বালু ফিলিং কাজে নকশার নির্দেশনা মোতাবেক FM 0.80 Sand ব্যবহার না করে FM 1.50 Sand ব্যবহার করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১০,৬৭,৫৮২	(দশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাঁচশত বিরাশি)	১৭

১১	বিভিন্ন ব্যক্তি ও সরবরহাকারী প্রতিষ্ঠানের বিল হতে আয়কর কর্তন না করায় ও নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৮,৬১,৮১৩	(আট লক্ষ একষট্টি হাজার আটশত তেরো)	১৮
১২	সিমেন্ট প্লাস্টার এর কাজে নকশায় দেখানো মাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৬,৬৮,১৭০	(ছয় লক্ষ আটষট্টি হাজার একশত সত্তর)	১৯
১৩	এমবি/অ্যাবস্ট্র্যাক্টে বিভিন্ন আইটেমের ভুল গাণিতিক পরিমাপ রেকর্ড করে ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৮,৮৬,৭২৫	(আট লক্ষ ছিয়াশি হাজার সাতশত পঁচিশ)	২০
১৪	ফ্লোর ও ওয়াল টাইলস এর কাজের মাপ এমবিতে নকশা অপেক্ষা অতিরিক্ত রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৮,৩৫,৯৭৬	(আট লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শত ছিয়াত্তর)	২১
১৫	ঠিকাদারেরর নিকট হতে ভ্যাট আদায় না করায়/কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৮৯,১৭,৭৩৬	(উননব্বই লক্ষ সতের হাজার সাতশত ছত্রিশ)	২২
১৬	প্রাধিকার বহির্ভূত মিরর পলিশ টাইলস স্থাপন কাজের মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,০৯,৫৬,৪৩২	(এক কোটি নয় লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার চারশত বত্রিশ)	২৩
	সর্বমোট =	১৭,০৫,৮৫,২৮২	(সতেরো কোটি পাঁচ লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশত বিরাশি)	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ-বছরে : ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান : ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন ইউনিটসমূহ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি : নিয়মানুগ নিরীক্ষা (Compliance Audit)।

নিরীক্ষার সময়কাল : ডিসেম্বর-২০১৭ হতে ফেব্রুয়ারি-২০১৮ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি : দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে ভাউচার যাচাই।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে : মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- ❖ দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার কারণে অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন, আয়কর অধ্যাদেশ, এমইএস প্রবিধান, জেএসআই, সরকারি আদেশ, এফআর পার্ট-১ ও এফআর পার্ট-২ ট্রেজারী রুলস, একাউন্টস্ কোড এবং সিএলএ রুলস- ১৯৩৭ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

- ❖ অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করা।

- ❖ নকশা যথাযথভাবে প্রতিপালনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণেরা অভাব।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ :

- ❖ অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন আদেশ বা বিধি প্রতিপালনে ব্যর্থতা।

- ❖ চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম।

- ❖ সরকারি অর্থ যথাযথভাবে আদায় না করা।

- ❖ সরকারের রাজস্ব কম হারে আদায় করা।

অডিটের সুপারিশ :

- ❖ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের আপত্তিকৃত টাকা আদায়।

- ❖ আর্থিক ও প্রশাসনিক বিধি-বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন।

- ❖ দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন, আয়কর অধ্যাদেশ, এমইএস প্রবিধান, জেএসআই, সরকারি আদেশ, এফআর পার্ট-১ ও এফআর পার্ট-২, ট্রেজারী রুলস্, একাউন্টস্ কোড এবং সিএলও রুলস্-১৯৩৭ যথাযথভাবে অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদঃ ০১

শিরোনামঃ ওআর'স কোয়ার্টারে প্রাধিকার বহির্ভূত অ্যালুমিনিয়াম এর স্লাইডিং দরজা ও জানালা স্থাপন করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,০০,৭১,০৮২ (এক কোটি একাত্তর হাজার বিরাশি) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি এর অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের হিসাবের ওপর ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত এনটিটি ওয়াইড (Entity Wide) নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, চুক্তিপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সেনানিবাসের ওআর'স কোয়ার্টার নির্মাণে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ছাড়াই স্টিল গজ (Steel Gauge) এর পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়াম স্লাইডিং (Aluminium Sliding) জানালা স্থাপন করে ৭৬,১০,৮৪২ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২-০৪-২০০৬ খ্রি. তারিখের স্মারকঃ প্রম/৪/ইএমই-৫/২০০২/ডি-১২/১১৩ মোতাবেক ০৬ তলার অধিক জেসি'স/ওআর'স এবং সমপর্যায়ের পারিবারিক বাসস্থানে অ্যালুমিনিয়াম জানালা ব্যবহারে আলাদাভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করার কথা। আবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৭-০৪-২০০৩ খ্রি. তারিখের স্মারকঃ পম/৪ এমই-৫/২০০২/ডি-১২/১০০ মোতাবেক জেসিও'স ওয়ার্স আবাসিক ভবনে অ্যালুমিনিয়াম দ্রব্যাদি ব্যবহার করে দরজা/জানালা স্থাপনের ক্ষমতা ই-ইন-সিকে প্রদান করা হয়নি। অথচ বর্ণিত ভবনের দরজা স্থাপন বাবদ ২৪,৬০,২৪০ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ছাড়াই অ্যালুমিনিয়াম স্লাইডিং জানালা ব্যবহারে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-০১, পৃষ্ঠাঃ ১-৪)**

অনিয়মের কারণঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৭-০৪-২০০৩ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- পম/৪ এমই-৫/২০০২/ডি-১২/১০০ এবং ০২-০৪-২০০৬ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- প্রম/৪/ইএমই-৫/২০০২/ডি-১২/১১৩ অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ ঠিকাচুক্তির বিওকিউ (BOQ) ও শর্ত মোতাবেক কাজ সম্পাদনপূর্বক ঠিকাদারের দায় পরিশোধ করা হয়েছে। এতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি। এছাড়াও কিছু প্রতিষ্ঠান নথিপত্র যাচাই করে জবাব পরবর্তীতে জানানো হবে বলে মন্তব্য করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২-০৪-২০০৬ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-প্রম/৪/ইএমই-৫/২০০২/ডি-১২/১১৩ মোতাবেক ০৬ তলার অধিক জেসিও'স/ওআর'স এবং সমপর্যায়ের পারিবারিক বাসস্থানে অ্যালুমিনিয়াম এর জানালা ব্যবহারে আলাদাভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন। এছাড়া এমইসএস রুটিন ইন্সট্রাকশন-৭০১/২০০৮ অনুসারে ওআর'স কোয়ার্টারে অ্যালুমিনিয়াম স্লাইডিং জানালা ব্যবহারের প্রাধিকার নেই। প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে অ্যালুমিনিয়াম স্লাইডিং দরজা/জানালা ব্যবহারে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ১,০০,৭১,০৮২ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০২

শিরোনামঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুসারে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত রেইটে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হতে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২,৩৫,২৬,৪৪২ (দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশত বিয়াল্লিশ) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি এর অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের হিসাবের ওপর ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত এনটিটি ওয়াইড (Entity Wide) নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্ধারিত হারে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল আদায় করা হয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩-০৯-২০১৩ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩৩.০০৫.১৩.৬১ মোতাবেক বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান হতে রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত হারে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস বিল আদায় করার নির্দেশনা আছে। রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস বিল আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২,৩৫,২৬,৪৪২ টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-০২, পৃষ্ঠাঃ ০৫-১৩৮)**।

অনিয়মের কারণঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩-০৯-২০১৩ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩৩.০০৫.১৩.৬১ মোতাবেক নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ সেনানিবাসের সামরিক কর্মকর্তা, বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী (এমইএস), জেসিও এবং ওআর'দের নিকট হতে সামরিক রেইটে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল কর্তন করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বা সেনাসদরের কোন রেইট বা নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নতুন রেইট প্রস্তুত হলে সে মোতাবেক বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল তৈরি করে নিরীক্ষা দপ্তরকে জানানো হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বকেয়া গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল বাবদ অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এমইএস ইন্সপেকশন পরিদর্শন বাংলোতে সামরিক অফিসারগণের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কনফারেন্স হয়ে থাকে বিধায় বিদ্যুৎ বিল দাবী করা হয় না। এমইএস মেস, জিই (আর্মি), সাউথ, ঢাকা অফিসের সাথে সংযুক্ত, এখানে আলাদা কোন মিটার না থাকায় বিদ্যুৎ বিল দাবী করা হয় না। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়া গেলে পরবর্তীতে বিল প্রস্তুত করে নিয়মিত আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩-০৯-২০১৩ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩৩.০০৫.১৩.৬১ মোতাবেক নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি এবং পরিদর্শন বাংলো পরিচালনা নীতিমালা নভেম্বর-২০০৬ এর প্যারা ৪(খ) এবং এসএম ব্যারাক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০০৮ এর পারা-১৬ মানা হয়নি। সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য যে, আপত্তিটি সিএজি-এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৫-২০০৬ অর্থ-বছরের উত্থাপিত হলে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত (পিএ) কমিটির ৯ম সংসদের ৪ নং সাব-কমিটির ১৯তম মূলতবী বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'প্রতিরক্ষা সচিব অর্থ সচিব এর সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ও চাহিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহপূর্বক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত পরামর্শ অনুযায়ী প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বিলের জন্য বিবেচনাপ্রসূত কোন যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক এমইএস রেগুলেশনস-১৯৬৪ এর সংশ্লিষ্ট অংশ পরিবর্তন/সংশোধন করে আগামী ৬০ দিনের মধ্যে সিএজি-এর মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করতে হবে'।

বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রবিধি-৪ শাখার ০৩-০৯-২০১৩ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩৩. ০০৫.১৩.৬১ মোতাবেক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের আবাসিক বিদ্যুৎ বিলের রিকভারী রেইটস পুনঃনির্ধারণ করা হয়। উপর্যুক্ত কোন সিদ্ধান্তই বাস্তবায়ন না হওয়ায় এই আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ২,৩৫,২৬,৪৪২ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৩

শিরোনামঃ নির্মাণ কাজে খোয়া মিশ্রিত বালু-ভরাট, ভিটিস্যান্ড/হিলস্যান্ড ফিলিং কাজের মাপ এমবিতে বেশি প্রদর্শনপূর্বক ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ ৫৩,০১,৪৬১ (তিপ্পান্ন লক্ষ এক হাজার চারশত একষট্টি) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর Entity Wide নিরীক্ষার কাজ ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন জিই/এজিই অফিসসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র, নকশা, এমবি ও বিল-ভাউচার যাচাই করা হয়।

জিই/এজিই অফিসভিত্তিক আপত্তির বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো: জিই (আর্মি) ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম কর্তৃক চুক্তি নং-সিইএ/৩৭৮, অর্থ-বছরেরঃ ২০১৪-১৫, কাজের সাইট ডেভেলপমেন্টের জন্য এমবিতে ব্যাক ফিলিং কাজের মাপ অতিরিক্ত রেকর্ড করে ঠিকাদার মেসার্স আব্দুল মোমেন লিঃ কে ৪২,১১,০৬৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

জিই(আর্মি) বিওএফ গাজীপুর কর্তৃক চুক্তি নং-সিইএ/১৪৫ অব/২০১৩-১৪ কাজের ফ্লোরে বালু ফিলিং কাজে নকশায় দেখানো মাপ আপেক্ষা অতিরিক্ত মাপ গ্রহণ করে ৫,৬৬,৯৫৮ টাকা এবং একই চুক্তির অধীন বালু ও খোয়া ব্যবহারে নকশায় দেখানো মাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত মাপ গ্রহণ করে ২,২৫,০৪০ টাকা, ঠিকাদার মেসার্স উত্তরা কনস্ট্রাকশনকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। আবার সিইএ/১৭৮ অবঃ ২০১৩-১৪ কাজের ফ্লোরে বালু ফিলিং কাজে নকশায় দেখানো মাপ আপেক্ষা অতিরিক্ত মাপ গ্রহণ করে ৪২,৩২৫ টাকা ঠিকাদার মেসার্স এসএন কন্সট্রাকশনকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

জিই (আর্মি) মিরপুর কর্তৃক চুক্তি নং-ইইনসি/২৪০ অব/২০১৪-১৫ কাজের ভিটি বালু ফিলিং এর উচ্চতা বেশি ধরে ঠিকাদার মেসার্স মডার্ন লিঃ কে ৫২,৮৩৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

জিই (বিমান) তেজগাঁও কর্তৃক চুক্তি নং-ডিডব্লিউএন্ডসিই (বিমান)/৫০ অব/২০১৪-১৫ কাজের রাস্তায় খোয়া ও বালু ফিলিং কাজের ভলিউম থেকে এজিং এর ভলিউম বাদ না দেওয়ায় ঠিকাদার মেসার্স কনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড -কে ৪৩,২৫১ টাকা এবং চুক্তি নং-ডিডব্লিউএন্ডসিই(বিমান)/৮৯ অব/২০১৪-১৫ কাজে ফাউন্ডেশনে নকশা বহির্ভূত বালু ভরাটের জন্য ঠিকাদার মেসার্স মাহমুদ এন্টারপ্রাইজকে ১,৫৯,৯৮৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

সর্বমোট ৫৩,০১,৪৬১ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-০৩, পৃষ্ঠাঃ ১৩৯-১৪৩)**

অনিয়মের কারণঃ খোয়া মিশ্রিত বালু ভরাট, ভিটি স্যান্ড ফিলিং কাজে এমবিতে মাটির কম্প্যাকশন কম ধরা হয়েছে এবং নকশায় প্রদর্শিত মাপ অপেক্ষা এমবিতে অতিরিক্ত মাপ রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ (১) এজিই (আর্মি) ভাটিয়ারী কর্তৃক জানানো হয়েছে যে, 'যে পরিমাণ কাজ করা হয়েছে ঠিক সেই পরিমাণই বিল পরিশোধ করা হয়েছে'। **(২)** জিই (আর্মি) বিওএফ গাজীপুর কর্তৃক জানানো হয়েছে যে, 'আপত্তি যাচাই-বাছাইপূর্বক জবাব পরবর্তীতে জানানো হবে'। (৩) জিই (আর্মি) মিরপুর ও (৪) জিই (বিমান) তেজগাঁও কর্তৃক জানানো হয়েছে যে, 'আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে পরবর্তীতে জানানো হবে'।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। খোয়া মিশ্রিত বালু ভরাট, ভিটি স্যান্ড ফিলিং কাজে এমবিতে মাটির কম্প্যাকশন কম ধরা হয়েছে এবং নকশায় প্রদর্শিত মাপ অপেক্ষা এমবিতে অতিরিক্ত মাপ রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা আদায় করে সরকারি খাতে জমা করা প্রয়োজন। সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ৫৩,০১,৪৬১ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৪

শিরোনামঃ কাজ সম্পন্ন না করেই ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮,৩৫,৫৮,৪৩৬ (আট কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার চারশত ছত্রিশ) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি এর অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের হিসাবের ওপর ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত এনটিটি ওয়াইড (Entity Wide) নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, জিই (বিমান), কুর্মিটোলা কর্তৃক মেরামত কাজের জন্য দুটি চুক্তি (ডিডব্লিউএন্ডসি/১৮৫ অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬ এবং ডিডব্লিউএন্ডসি/২০৬ অর্থ-বছরঃ ২০১৫-২০১৬) এর মাধ্যমে যথাক্রমে ৯,৬৯,৬৭৩ টাকা এবং ২১,২১,৮০০ টাকা মূল্যের কাজের জন্য ২৯-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করে এবং ৩০-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করা হয়। একইভাবে এজিই (বিমান) সদরদপ্তর কর্তৃক ২০,৯৯,৬৪১ টাকা মূল্যের কাজের জন্য (চুক্তি নং- ডিডব্লিউএন্ডসি/২০২ অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬) ২৭-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করে ৩০-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করা হয়।

জিই (আর্মি) রামু, কক্সবাজার কর্তৃক ২,৫৮,৩৫,০০০ টাকা এবং ২,৯০,৯৭,৪১৩.২৭ টাকা মূল্যের দুটি কাজের (চুক্তি নং-সিইএ/২৭৯ অর্থ-বছরঃ ২০১৫-২০১৬ এবং সিইএ/৩০৪ অর্থ-বছরঃ ২০১৫-২০১৬) জন্য ২৩-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখে চুক্তি সম্পাদন করে ৩০-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখে যথাক্রমে ২,৫৮,৩৫,০০০ টাকা এবং ২,৬১,৮৭,১৭২ টাকা পরিশোধ করা হয়। উল্লেখ্য যে প্রগেস রিপোর্ট অনুযায়ী কাজটি শুরুর তারিখ ২৩ জুন ২০১৫ খ্রি.।

জিই(আর্মি) চট্টগ্রাম কর্তৃক চুক্তি নং-সিইএ/৭৮৫ অর্থবছর: ২০১৬-২০১৭ এবং চুক্তি নং-সিইএ/৩০৪ অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬ যা পূর্ত কাজের জন্য যথাক্রমে ১৮-০৬-২০১৭ খ্রি. এবং ১৯-০৬-২০১৭ খ্রি. তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। প্রথম কাজের অগ্রগতি ৬২% দেখিয়ে ১,৬০,৫৮,২০০ টাকা এবং ২য় কাজের জন্য ২,৫০,০০০ টাকা ৩০-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিশোধ করা হয়।

এজিই (আর্মি), হালিশহর কর্তৃক যথাক্রমে ৪১,৯৭,৬৯৭.৮২ টাকা, ৩৭,১৯,৯৭২.৩৩ টাকা এবং ৩৭,১৪,৫৮৭.৯৩ টাকা মূল্যের ৩ টি পূর্ত কাজের (চুক্তি নং-সিইএ/৫৩৭ অর্থবছরঃ ২০১৬-২০১৭, সিইএ/৫৪৬ অর্থ-বছরঃ ২০১৬-২০১৭ এবং সিইএ/৭১২ অর্থ-বছরঃ ২০১৬-২০১৭) জন্য যথাক্রমে ১৫-০৬-২০১৭ খ্রি. ১৩-০৬-২০১৭ খ্রি. এবং ১৯-০৬-২০১৭ খ্রি. তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে ০৬ (ছয়) মাসের সময় দেয়া থাকলেও চুক্তি স্বাক্ষরের ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে যথাক্রমে ৩৫,৭৩,১৭৮ টাকা, ৩০,৭৪,৮৩০ টাকা এবং ৩০,৭৪,৮৩০ টাকা পরিশোধ করা হয়।

জিএফআর বিধি-১০৩ এ বলা আছে যে, বরাদ্দের তামাদি এড়ানোর জন্য বা পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ আছে বিবেচনায় অবিবেচকের ন্যায় ব্যয় করা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী। যে সকল বরাদ্দ লাভজনকভাবে ব্যয় করা যায় না তা জনস্বার্থে সমর্পন করতে হবে। আর্থিক বছরের সর্বশেষ মাসের অর্থ ব্যয়ের আধিক্য সাধারনভাবে আর্থিক নিয়ম ভঙ্গ করা রূপেই বিবেচনা করা হবে। এমইএস রেগুলেশন প্যারা-৪১০ এবং ৪১২ অনুযায়ী অগ্রিমও প্রদান করা হয়নি।

জিএফআর বিধি ও এমইএস রেগুলেশন উপেক্ষা করে উপরোল্লিখিত বর্ণনা মোতাবেক সর্বমোট ৮,৩৫,৫৮,৪৩৬ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-০৪, পৃষ্ঠাঃ ১৪৪-১৪৮)** ।

অনিয়মের কারণঃ জিএফআর বিধি-১০৩ ও এমইএস রেগুলেশন প্যারা-৪১০ এবং ৪১২ পরিপালন না করায় উল্লেখিত অনিয়ম হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ এডিসি কমপ্লেক্স (ADC Complex) বিমান বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা যার বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মৌখিক সম্মতিতে জরুরী ভিত্তিতে শুরু করা হয়। এমতাবস্থায় ২৭-০৬-২০১৬ খ্রি. ও ২৮-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখের ঠিকাচুক্তির কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ২৯-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখ এবং বিল পরিশোধ করা হয় ৩০-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখ। তবে উল্লেখ্য যে, ঠিকাদারের নিকট হতে পে-অর্ডার নিয়ে দায় পরিশোধ করা হয়। কিছু প্রতিষ্ঠান লিখিত জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ কার্যাদেশ প্রদানের কয়েকদিনের মধ্যে এমনকি পরবর্তী কর্মদিবসেই কাজের অস্বাভাবিক অগ্রগতি নিতান্তই প্রশ্নবিদ্ধ। তাছাড়াও সরকারি কাজে বিধি-মোতাবেক দরপত্র ছাড়াই মৌখিক সম্মতির ভিত্তিতে কাজ শুরু এবং বিধি-বহির্ভূতভাবে বিল পরিশোধের কোন সুযোগ নেই। এমইএস রেগুলেশনের প্যারা-৪১০ ও প্যারা-৪১২ এবং চুক্তিপত্রের সেকশন-০৩ এর পরিপন্থী। বাজেটের তামাদি এড়ানোর জন্য জিএফআর বিধি-১০৩ অনুসরণ না করে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে চুক্তি সম্পাদন করে ঠিকাদারকে উন্নয়ন খাতের বাজেট বরাদ্দ (৭০৮১) হতে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ মোট ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়- দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ৮,৩৫,৫৮,৪৩৬ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৫

শিরোনাম: ই-ইন-সি'র পলিসি বহির্ভূত বাথরুম/টয়লেটে সলিড প্লাস্টিক ডোর স্থাপনের স্থলে কাঠের ডোর স্থাপন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৫৯,৪৩,৯৪৮ (উনষাট লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার নয়শত আটচল্লিশ) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের Entity Wide নিরীক্ষার কাজ বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের চুক্তিপত্র, নকশা, এমবি ও বিল-ভাউচার যাচাই করা হয়।

এতে দেখা যায় যে, জিই (আর্মি) সেন্ট্রাল, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক চুক্তি নং-সিইএ/১০১ অব ২০১৪-১৫(৩য় পর্যায়) এর মাধ্যমে অফিসার মেস ও বিওকিউ ভবনের নির্মাণ কাজে দরজার চৌকাঠের জন্য (৫.০৩০×০.১৫৯×০.০৬৩৫×১৯২×৩) = ২৭.৬০ ঘনমি. চিটাগাং টিকের মূল্য ২,২৮,৫৪৫ টাকা হারে ৬৩,০৭,৮৪২ টাকা এবং চুক্তি নং- সিইএ/১৮৫ অব ২০১৫-১৬ এর মাধ্যমে উল্লেখিত দরজাগুলোর মধ্যে ২১৮টি সলিড ডোর শাটারের জন্য (০.৬৫০×২.০৫০×২১৮)=২৯০.৪৯ বর্গমি. চিটাগাং টিকের মূল্য ১০,৭৫০ টাকা হারে ৩১,২২,৭৬৭ টাকাসহ মোট ৯৪,৩০,৬০৯ টাকা ঠিকাদার মেসার্স সামসুদ্দিন মিয়া এন্ড এসোসিয়েটকে পরিশোধ করা হয়।

সেনা সদর, ই-ইন-সি শাখা, পূর্ত পরিদপ্তরের পত্র নং-৯৪৩/পলিসি/টি-ই/৫২/ই-৮ তারিখ: ১৪-১২-২০০৮খ্রি. এর পলিসি মোতাবেক বাথরুম/টয়লেটে সলিড প্লাস্টিক ডোর স্থাপন করার নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখিত কাজে ই-ইন-সি'র নির্দেশনা মোতাবেক ৫৭৬টি প্লাস্টিক ডোর লাগানোর জন্য খরচ হতো ০.৭৫০×২.১০০×৫৭৬ = ৯০৭.২০ব.মি.×৪,২৫০ = ৩৮,৫৫৬০০ টাকা। ফলে এক্ষেত্রে প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাঠ ব্যবহার করায় অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছে (৯৪,৩০,৬০৯-৩৮,৫৫,৬০০) = ৫৫,৭৫,০০৯ টাকা। যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

একইভাবে জিই(আর্মি) মিরপুর সেনানিবাস কর্তৃক চুক্তি নং-ই-ইন-সি/১৩৭ অব ২০১৫-১৬ এর মাধ্যমে ১৯৯ বিওকিউ ভবনের ৫ম তলার নির্মান কাজে টয়লেট/বাথরুমের দরজায় কাঠ ব্যবহার করায় খরচ হয়েছে ২,৪৩,০৫৯.৬১ টাকা, যেখানে প্লাস্টিকের দরজা লাগালে খরচ হতো ৫৩,৫৩৭.৪০ টাকা। ফলে এক্ষেত্রে প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাঠ ব্যবহার করায় অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছে (২,৪৩,০৫৯.৬১ - ৫৩,৫৩৭.৪০) = ১,৮৯,৫২২ টাকা, যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

একইভাবে জিই (আর্মি) বগুড়া সেনানিবাস কর্তৃক চুক্তি নং-সিইএ/২২১ অব ২০১৫-১৬ এর মাধ্যমে ১৯৯ বিওকিউ ভবনের ৫ম তলার নিমার্ণ কাজে টয়লেট/বাথরুমের দরজায় কাঠ ব্যবহার করায় খরচ হয়েছে ২,৬৬,১৬৭ টাকা, যেখানে প্লাস্টিকের দরজা লাগালে খরচ হতো ৮৬,৭৫০ টাকা। ফলে এক্ষেত্রে প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাঠ ব্যবহার করায় অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছে (২,৬৬,১৬৭ - ৮৬,৭৫০) = ১,৭৯,৪১৭ টাকা যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ (৫৫,৭৫,০০৯+১,৮৯,৫২২+১,৭৯,৪১৭) = ৫৯,৪৩,৯৪৮ টাকা, যা আদায়যোগ্য। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-০৫, পৃষ্ঠাঃ ১৪৯-১৫১)।**

অনিয়মের কারণঃ সেনাসদর, ই-ইন-সি'র শাখা পূর্ত পরিদপ্তর এর পলিসিঃ ৯৪৩/পলিসি/টি-ই/৫২/ই-৮ তারিখঃ ১৪-১২-২০০৮খ্রি. এর নির্দেশনা মানা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অনুমোদিত নকশা, ব্যবহারকারীর চাহিদা ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাস্তবে টয়লেটের দরজায় সলিড সেগুন কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাবে, ব্যবহাকারকারীর চাহিদা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত কাজ করা হয়েছে বলা হলেও সেনাসদর ও ই-ইন-সি কার্যালয়ের অনুমোদনের কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি। সেনা সদর, ই-ইন-সি'র নির্দেশনা উপেক্ষা করে বাথরুম/টয়লেটে সলিড প্লাস্টিক ডোর স্থাপনের স্থলে সলিড সেগুন কাঠের দরজা স্থাপন করায় আপত্তিকৃত ৫৯,৪৩,৯৪৮ টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: মোট ৫৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ৫৯,৪৩,৯৪৮ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৬

শিরোনামঃ নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদনকালে বিভাগীয় ক্রয়কৃত সিমেন্ট স্টক বুক রেইট হতে কম মূল্যে সরবরাহের শর্তযুক্ত চুক্তি করে ঠিকাদারকে সরবরাহ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮৫,৬৩,৭৫১ (পঁচাশি লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশত একান্ন) টাকা ।

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর Entity Wide নিরীক্ষার কাজ ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের চুক্তিপত্র, নকশা, এমবি ও বিল-ভাউচার, MES Regulation, Para- 677 যাচাই করা হয়। যাচাইয়ে দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদনকালে বিভাগীয়ভাবে ক্রয়কৃত সিমেন্ট স্টক বুক রেইট হতে কম মূল্যে সরবরাহের শর্তযুক্ত চুক্তি সম্পাদন করে সিমেন্ট সরবরাহ করা হয়। MES Regulation, Para- 677 মোতাবেক স্টক বুক রেইটে সিমেন্টের দাম ঠিকাদারের নিকট থেকে আদায়ের বিধান রয়েছে। ফলে স্টকবুক রেইট হতে কম মূল্যে ঠিকাদারকে সিমেন্ট সরবরাহের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৮৫,৬৩,৭৫১ টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-০৬, পৃষ্ঠাঃ ১৫২-১৫৮)।**

অনিয়মের কারণঃ MES Regulation, Para- 677 মোতাবেক স্টক বুক রেইটে সিমেন্টের দাম আদায়ের বিধান থাকা সত্ত্বেও নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদনকালে বিভাগীয়ভাবে ক্রয়কৃত সিমেন্ট স্টক বুক রেইট হতে কম মূল্যে সরবরাহের শর্তযুক্ত চুক্তি সম্পাদন করে সরবরাহ করায় সরকারের আর্থিক হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ ঠিকাচুক্তিতে উল্লেখিত রেইট অনুযায়ী ঠিকাদারকে সিমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ MES Regulation, Para- 677 মোতাবেক স্টক বুক রেইটে সিমেন্টের দাম আদায়ের বিধান থাকা সত্ত্বেও নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদনকালে বিভাগীয়ভাবে ক্রয়কৃত সিমেন্ট স্টক বুক রেইট হতে কম মূল্যে সরবরাহের শর্তযুক্ত চুক্তি সম্পদন করে সরবরাহ করায় সরকারের আর্থিক হয়েছে, যা আদায় হওয়া আবশ্যক। সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ৮৫,৬৩,৭৫১ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৭

শিরোনামঃ নকশায় প্রদর্শিত মাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত এবং প্রাপ্যের অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪২,১৩,৮৯৮ (বিয়াল্লিশ লক্ষ তেরো হাজার আটশত আটানব্বই) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর Entity Wide নিরীক্ষার কাজ ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের চুক্তিপত্র, নকশা, এমবি ও বিল-ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, চুক্তিপত্রের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সম্পাদনকালে নকশায় প্রদর্শিত মাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত এবং প্রাপ্যের অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৪২,১৩,৮৯৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-০৭, পৃষ্ঠাঃ ১৫৯-১৮৪)।**

অনিয়মের কারণঃ নকশায় প্রদর্শিত মাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত এবং প্রাপ্যের অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান জবাবে জানান যে, নকশা মোতাবেক কাজ করা হয়েছে এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদানে বিরত থাকেন। এছাড়াও কিছু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জানানো হয় যে, নথিপত্র যাচাই করে জবাব পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাবে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান নকশার কথা বললেও নিরীক্ষাকালীন সময়ে জবাবের সাথে সংশ্লিষ্ট নকশা উপস্থাপন করতে পারেননি। অতএব আপত্তিকৃত টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক। সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ৪২,১৩,৮৯৮ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৮

শিরোনামঃ আরসিসি কাজের মাপ নকশার অতিরিক্ত এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৯,৩০,৬৬৪ **(নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শত চৌষট্টি) টাকা।**

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর Entity Wide নিরীক্ষার কাজ ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের চুক্তিপত্র, নকশা, এমবি ও বিল-ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রকার কাজ করার জন্য ঠিকাদারদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

নির্মাণ কাজ সম্পাদনকালে আরসিসি কাজের মাপ নকশার অতিরিক্ত এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ৯,৩০,৬৬৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-০৮, পৃষ্ঠাঃ ১৮৫-১৯৪)।**

অনিয়মের কারণঃ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা- ২০০৮ এর অংশ-১, বিধি- ৪(৭) (জ) মোতাবেক নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে নকশার বিপরীতে কাজ সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এমবিতে আরসিসি কাজের মাপ নকশার অতিরিক্ত রেকর্ড করে ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নকশা মোতাবেক কাজ করা হয়েছে এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদানে বিরত থাকেন। এছাড়াও কিছু প্রতিষ্ঠান জানান নথিপত্র যাচাই করে জবাব পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান নকশার কথা বললেও নিরীক্ষাকালীন সময়ে জবাবের সাথে সংশ্লিষ্ট নকশা উপস্থাপন করতে পারেননি। অতএব আপত্তিকৃত ৯,৩০,৬৬৪ টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক। সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ৯,৩০,৬৬৪ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৯

শিরোনামঃ নির্মাণ কাজে বিভিন্ন ডায়ার রডের দৈর্ঘ্য বেশি ধরে নকশার অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ৪২,৮১,১৬৬ (বিয়াল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার একশত ছেষট্টি) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর Entity Wide নিরীক্ষার কাজ ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে করা চুক্তিপত্র, কাজের নকশা, এমবি, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য কাগজপত্র যাচাই করা হয়। এতে দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজের নকশা মোতাবেক লিনটেল এর রডের স্টীরাফের দৈর্ঘ্য যা হওয়ার কথা তা থেকে বেশি ধরে পরিমাপ গ্রহণ করায় প্রাপ্য মাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৪২,৮১,১৬৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-০৯, পৃষ্ঠাঃ ১৯৫-২১৪)** ।

অনিয়মের কারণঃ নির্মাণ কাজে বিভিন্ন ডায়ার রডের দৈর্ঘ্য বেশি ধরে নকশার অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল প্রদান করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নকশা মোতাবেক কাজ করা হয়েছে এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদানে বিরত থাকেন। এছাড়াও কিছু প্রতিষ্ঠান নথিপত্র যাচাই করে জবাব পরবর্তীতে জানানো হবে বলে জানান।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাবে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান নকশার কথা বললেও নিরীক্ষাকালীন জবাবের সাথে সংশ্লিষ্ট নকশা উপস্থাপন করতে পারেনি। অতএব আপত্তিকৃত ৪২,৮১,১৬৬ টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক। সরকারি ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ৪২,৮১,১৬৬ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১০

শিরোনামঃ ফ্লোরে বালু ফিলিং কাজে নকশার নির্দেশনা মোতাবেক FM 0.80 Sand ব্যবহার না করে FM 1.50 Sand ব্যবহার করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১০,৬৭,৫৮২ (দশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাঁচশত বিরাশি) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর Entity Wide নিরীক্ষার কাজ ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে জিই (আর্মি) বিওএফ, গাজীপুর সেনানিবাস কার্যালয়ের উপবিভাগ বি/আর-১ এর চুক্তিপত্র, চূড়ান্ত বিল ভাউচার, এমবি, নকশা ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি যাচাই করা হয়। এতে দেখা যায় যে, চুক্তিপত্র নং-সিইএ/১৪৫ অব ২০১৩-১৪, সিবিআই নং-৮১, তারিখঃ ২২-০৬-১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে ঠিকাদারঃ মেসার্স উত্তরা কনস্ট্রাকশন এর সাথে পূর্ত কাজ সম্পাদন করার জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উক্ত ঠিকাচুক্তির আইটেম নং-৪ এর ফ্লোরে বালু ফিলিং কাজে নকশার নির্দেশনা মোতাবেক FM 0.80 Sand ব্যবহার না করে FM 01.50 Sand ব্যবহার প্রদর্শনপূর্বক ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১০,৬৭,৫৮২ টাকা। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

এমবি ও পৃষ্ঠা নম্বর	এমবিতে প্রদত্ত মাপ (ঘ.মি)	(FM 1.5) এর প্রদত্ত দর	(FM 0.80) প্রাপ্য দর	অতিরিক্ত দর	আপত্তিকৃত টাকা
৪০৮১ পৃষ্ঠা-০৩	১৮৭২.৯৫	১০৫০.০০	৪৮০.০০ (সি:আ:২৯-১৭০৬)	৫৭০.০০	১০,৬৭,৫৮১.৫০
				সর্বমোট =	১০,৬৭,৫৮২ টাকা

অনিয়মের কারণঃ ফ্লোরে বালু ফিলিং কাজে নকশার নির্দেশনা মোতাবেক FM 0.80 Sand ব্যবহার না করে FM 1.50 Sand ব্যবহার প্রদর্শন করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ আপত্তির জবাবে জানানো হয়েছে যে, উক্ত আপত্তিটি যাচাই-বাছাইপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ফ্লোরে বালু ফিলিং কাজে নকশার নির্দেশনা মোতাবেক FM 0.80 Sand ব্যবহার না করে FM 1.50 Sand ব্যবহার প্রদর্শনপূর্বক ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১০,৬৭,৫৮২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে । সরকারি ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ১০,৬৭,৫৮২ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১১

শিরোনামঃ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সরবরহাকারী প্রতিষ্ঠানের বিল হতে আয়কর কর্তন না করায় ও নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৮,৬১,৮১৩ (আট লক্ষ একষট্টি হাজার আটশত তেরো) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর Entity Wide নিরীক্ষার কাজ ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের চুক্তিপত্র, ভাউচার, এমবি, ইউএ শাখায় রক্ষিত আয়কর আদায় রেজিস্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, এসআরও-৬২/আইন/আয়কর/২০১০ তারিখঃ ০১-০৭-২০১০ খ্রি. মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল হতে সিলিং অনুযায়ী নির্ধারিত হারে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সাধারণ আদেশ নং-০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.০১০.২৭৭ তারিখঃ ১৮-০৮-২০১৬ খ্রি. এর (52AA) অনুযায়ী টিওসি (TOC) এবং টিইসি (TEC) কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতার উপর ১০% হারে ব্যক্তি ও উৎসে আয়কর কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন নির্মাণ ঠিকাদারের বিল এবং সম্মানী ভাতার বিল হতে নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় ও কম কর্তন করায় সরকারের ৮,৬১,৮১৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে । (**বিস্তারিত বিরবণ, পরিশিষ্ট-১০, পৃষ্ঠাঃ ২১৫-২১৯)।**

অনিয়মের কারণঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও-৬২/আইন/আয়কর/২০১০ তারিখঃ ০১-০৭-২০১০ খ্রি. মোতাবেক উৎসে আয়কর কর্তনের নির্দেশনা ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঢাকা এর সাধারণ আদেশঃ ০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.০১০.২৭৭ তারিখঃ ১৮-০৮-২০১৬ খ্রি. এর (52AA) মোতাবেক টিওসি & টিইসি কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতার উপর ১০% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য থাকার পরও কর্তন না করায় ও কম কর্তন করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান নথিপত্র যাচাইপূর্বক পরবর্তীতে জানানো হবে এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে পরবর্তীতে জানানো হবে বলে জানান।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে আয়কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান মোতাবেক আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৮,৬১,৮১৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে, যা আদায় হওয়া আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, আয়কর বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়যোগ্য অর্থের সমপরিমাণ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেওয়া প্রয়োজন হতো না। কেননা সরকারের ঘাটতি বাজেটের কারণে এবং এই ঘাটতি বাজেট পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক, বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

সরকারি ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ৮,৬১,৮১৩ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১২

শিরোনামঃ সিমেন্ট প্লাস্টার এর কাজে নকশায় দেখানো মাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৬,৬৮,১৭০ **(ছয় লক্ষ আটষট্টি হাজার একশত সত্তর) টাকা।**

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর Entity Wide নিরীক্ষার কাজ ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের চুক্তিপত্র, নকশা, এমবি ও বিল-ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ১২ এবং ৬ এমএম পুরু সিমেন্ট প্লাস্টারের মাপ নকশায় দেখানো মাপ অপেক্ষা এমবিতে অতিরিক্ত রেকর্ড করে ঠিকাদারকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৬,৬৮,১৭০ টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-১১, পৃষ্ঠাঃ ২২০-২২৭)।**

অনিয়মের কারণঃ সিমেন্ট প্লাস্টার এর কাজে নকশায় দেখানো মাপ অপেক্ষা অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নকশা মোতাবেক কাজ করা হয়েছে, নথিপত্র যাচাই করে জবাব পরবর্তীতে জানানো হবে মর্মে জবাব প্রদান করেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাবে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান নকশার কথা বললেও নিরীক্ষাকালীন সময়ে জবাবের সাথে সংশ্লিষ্ট নকশা ও প্রমাণক উপস্থাপন করতে পারেননি। অতএব আপত্তিকৃত ৬,৬৮,১৭০ টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, সরকারি ও ক্ষতির বিষয়ে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ৬,৬৮,১৭০ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১৩

শিরোনামঃ এমবি/অ্যাবস্ট্রাক্টে বিভিন্ন আইটেমের ভুল গাণিতিক পরিমাপ রেকর্ড করে ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮,৮৬,৭২৫ (আট লক্ষ ছিয়াশি হাজার সাতশত পঁচিশ) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর Entity Wide নিরীক্ষার কাজ ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের চুক্তিপত্র, নকশা, এমবি ও বিল-ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন চুক্তিপত্র সমূহের বিল এমবিতে বিভিন্ন আইটেমের ভুল পরিমাপ রেকর্ড করে ঠিকাদারকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৮,৮৬,৭২৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-১২, পৃষ্ঠাঃ ২২৮-২৩৩)।**

অনিয়মের কারণঃ এমবি/অ্যাবস্ট্রাক্টে বিভিন্ন আইটেমের ভুল গাণিতিক পরিমাপ রেকর্ড করে ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নথিপত্র যাচাইপূর্বক পরবর্তীতে জানানো হবে এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠান টাকা আদায় করে পরবর্তীতে জানানো হবে বলে জানান।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ বিভিন্ন আইটেমের ভুল গাণিতিক পরিমাপ অ্যাবস্ট্রাক্টে/এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। অতএব আপত্তিকৃত ৮,৮৬,৭২৫ টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, সরকারি ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ৮,৮৬,৭২৫ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১৪

শিরোনামঃ ফ্লোর ও ওয়াল টাইলস এর কাজের মাপ এমবিতে নকশা অপেক্ষা অতিরিক্ত রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮,৩৫,৯৭৬ (আট লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শত ছিয়াত্তর) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর Entity Wide নিরীক্ষার কাজ ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র, নকশা, এমবি ও বিল-ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জিই/এজিই অফিস কর্তৃক নির্মাণ কাজের ফ্লোর ও ওয়াল টাইলস আইটেমে নকশা অনুমোদিত পরিমাণ অপেক্ষা এমবিতে অতিরিক্ত রেকর্ড করে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত ৮,৩৫,৯৭৬ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-১৩, পৃষ্ঠাঃ ২৩৪-২৩৮)**।

অনিয়মের কারণঃ ফ্লোর ও ওয়াল টাইলস এর কাজের মাপ এমবিতে নকশা অপেক্ষা অতিরিক্ত রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ফ্লোর ও ওয়াল টাইলস এর কাজের মাপ এমবিতে নকশা অপেক্ষা অতিরিক্ত রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, সরকারি ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ মোট ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ৮,৩৫,৯৭৬ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১৫

শিরোনামঃ ঠিকাদারের নিকট হতে ভ্যাট আদায় না করায়/কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৮৯,১৭,৭৩৬ (উননব্বই লক্ষ সতেরো হাজার সাতশত ছত্রিশ) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর Entity Wide নিরীক্ষার কাজ ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের চুক্তিপত্র, নকশা, এমবি ও বিল-ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, জিই/এজিই কর্তৃক বিভিন্ন নির্মাণ কাজের বিল পরিশোধকালে ঠিকাদারের নিকট হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৬ তারিখঃ ০২-০৬-২০১৬ খ্রি. এর সেবা কোড এস ০০৪.০০ মোতাবেক নির্মাণ সংস্থার নিকট থেকে ৬% হারে উৎসে ভ্যাট আদায় করার কথা। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে নির্ধারিত হারের চেয়ে কম ভ্যাট আদায় করায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায় না করায় জুন/২০১৭ পর্যন্ত ২% হারে দন্ড সুদসহ সরকারের ৮৯,১৭,৭৩৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-১৪, পৃষ্ঠাঃ ২৩৯-২৭১)।**

অনিয়মের কারণঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৬ তারিখঃ ০২-০৬-২০১৬ খ্রি. এর নির্দেশনা না মানায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান দ্বিমত পোষণ করলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান টাকা আদায় এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট জিই/এজিই এর নিকট হতে জবাব সংগ্রহ করে জানানো হবে মর্মে জবাব প্রদান করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আপত্তি নিষ্পত্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এছাড়াও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট কর্তনের সুস্পষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও তা অনুসরণ না করায় সরকারের ৮৯,১৭,৭৩৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে যা আদায় হওয়া আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, ভ্যাট বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়যোগ্য অর্থের সমপরিমাণ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেওয়া প্রয়োজন হতো না। কেননা সরকার ঘাটতি বাজেটের কারণে এবং এই ঘাটতি বাজেট পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক, বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। সরকারি ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ৮৯,১৭,৭৩৬ টাকা এবং জমার পূর্ব দিন পর্যন্ত দন্ড সুদ হিসাব করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১৬

শিরোনামঃ প্রাধিকার বহির্ভূত মিরর পলিশ টাইলস স্থাপন কাজের মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,০৯,৫৬,৪৩২ (এক কোটি নয় লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার চারশত বত্রিশ) টাকা।

বিবরণঃ ই-ইন-সি'র অধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের হিসাবের ওপর Entity Wide নিরীক্ষার কাজ ১৫-১০-২০১৭ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র, ভাউচার, এমবি, নকশা ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, অফিসার্স মেসের বিভিন্ন স্থানে মিরর পলিশ টাইলস এবং জেসিও'স কোয়ার্টার ও এস এম ব্যারাকে টাইলস, প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে স্থাপন করা হয়েছে। সেনাসদর ই-ইন-সি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর পত্র নং-২০০/৯/ই-ইন-সি'র বার্ষিক সম্মেলন/ই-২, তারিখঃ ১৭-০২-২০০৯ খ্রি. অনুযায়ী এবং এমইএস আর.আই- ৭০৩/২০০৮ এর স্পেসিফিকেশন অব টাইলস/মোজাইক এর ক্রমিক নং-০২ অনুযায়ী গার্ডরুম, জেসিও'স কোয়ার্টার ও এস এম ব্যারাকে মিরর পলিশ টাইলস প্রাধিকারভুক্তি আইটেম না হওয়া সত্ত্বেও স্থাপন করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন স্থানে টাইলস স্থাপন করে ১,০৯,৫৬,৪৩২ টাকা খরচ করা হয়েছে, যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি। **(বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট-১৫, পৃষ্ঠাঃ ২৭২-২৮০)।**

অনিয়মের কারণঃ সেনাসদর ই-ইন-সি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের পত্র নং-২০০/৯/ই-ইন-সি'র বার্ষিক সম্মেলন/ই-২, তারিখঃ ১৭-০২-২০০৯ খ্রি. এবং এমইএস আর.আই-৭০৩/২০০৮ এর স্পেসিফিকেশন অব টাইলস/ মোজাইক এর ক্রমিক-০২ এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মিরর পলিশ টাইলস স্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ইমারতের শ্রেণী অনুসারে প্রাপ্য ফিটিং ফিকচার অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন ও সে মোতাবেক প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কাজ সম্পাদনযোগ্য। প্রাধিকারের বাইরে কাজ করার কোন সুযোগ নেই। সরকারি ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ১১-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ২৭-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মোট ৫৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ১,০৯,৫৬,৪৩২ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

তারিখঃ ১৬ অগ্রহায়ন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০১/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার ভূঁঞা)
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর